দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 APR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

023

স্কুল ভর্তি বোর্ডের বই

পাঠ্যপুস্তক ত্রুটিমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেঃ চেয়ারম্যান

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার পাঠ্যসূচী বেশ ভরা। এই পাঠ্যসূচীতে এতো বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে যে এর ফলে অনেক বেশি শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায় কিছুই শিখতে পারছে না। সব বিষয়েই তাদের জ্ঞান জন্মাচ্ছে ভাসা ভাসা। এতে শিক্ষার মজবুত ভিত্তি তৈরি হচ্ছে না। বিভিন্ন বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান দেবার পরিবর্তে আমাদের উচিত পাঠ্য সূচীতে কোন বিষয়ের কনসেপ্টের ব্যাপারে নজর দেয়া।

এক প্রশ্নের জবাবে একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক হিসেবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 APR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পাঠ্যপুস্তক ত্রুটিমুক্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন।

দৈনিক বাংলার সঙ্গে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন যে পাঠ্য বই নির্ভুল ও উন্নতমানের হওয়া উচিত।

বোর্ডের অধিকাংশ বই নিম্নমানের। এক আংশিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে চেয়ারম্যান বলেন যে বইগুলোর মান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই মানো নয়ন দুভাবে হতে পারে।—প্রথমত, নিম্নমানের বইগুলো ব্যাপকভাবে পরিমার্জনা ও সংশোধন করে এবং দ্বিতীয়ত, উন্নত বইয়ের জন্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে পাঠ্যপুস্তকগুলোকে আরো উন্নতমানের করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পাঠ্য বইগুলোতে লেখকদের ভুল শব্দচয়ন, ভুল তথ্য পরিবেশন ও দুর্বল ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রফেসর এলতাসউদ্দিন বলেন যে এ জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন লেখক ও সম্পাদকদের আন্তরিকতা। বোর্ডের সম্পাদনা পরিষদ বা বিশেষজ্ঞরা এ জন্যে কতটুকু দায়ী?—এ ব্যাপারে তিনি জানান যে পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা দেশের বিশিষ্ট গুণিজনরাই করছেন। কাজেই এ জন্যে তারাই দায়ী। তবে বোর্ডের মাধ্যমে যেহেতু প্রকাশিত হয়েছে সেহেতু বোর্ডকেই এর দায়িত্ব স্বীকার করতে হচ্ছে।

মুদ্রণ প্রমাদ সম্পর্কে বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, সব প্রেসের মান সমান নয়। এছাড়া নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই গুলো মুদ্রণের জন্যে প্রেস নির্বাচন করে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। সেখানে বোর্ডের বিশেষ কিছু করার থাকে না। বছরের শেষের দিকে অনেক সময় অস্বাভাবিক দ্রুততায় বইগুলো ছাপা হয় বলেও মুদ্রণ ত্রুটি থেকে যায়। তিনি আরো বলেন, তবে অবশ্যই পাঠ্যবই নির্ভুল হওয়া উচিত এবং মুদ্রণ বিভ্রাটের বিষয়টি আমাদের কাছেও পীড়াদায়ক।

বোর্ডের নিজস্ব একটি প্রেস থাকলে পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ বিভ্রাট এড়ানো সম্ভব কিনা—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে বোর্ডের মোট বইয়ের সংখ্যা ৮৫টি এবং প্রায় পৌনে দু লাখ সেট বই প্রতিবছর প্রকাশিত হয়। কোন একটি প্রেসের পক্ষে এত বিপুল পরিমাণ বই ছাপানো সম্ভব নয়। তবে বোর্ড নিজস্ব একটি প্রেস স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করছে। এ সীতে বোর্ডের যে জায়গা রয়েছে সেখানে তা বসানো যেতে পারে। এই প্রেসের উদ্দেশ্য হবে পাঠ্যপুস্তকের মডেল কপি ছাপানো। এতে বইয়ে ভুলের সংখ্যা যথেষ্ট কমবে বলে তিনি মনে করেন।

বোর্ডের প্রকাশিত বইগুলো কিভাবে রচিত হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর এলতাসউদ্দিন বলেন যে কিছু বই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তবে বোর্ডের বইয়ের অধিকাংশ লেখকই ছিলেন 'কমিশনড'। বোর্ড তাদের ওপর বই রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব দেন।

মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পুস্তক প্রণয়নের ভার বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হলে আরো উন্নতমানের বই পাওয়া সম্ভব কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে এতে বইয়ের দাম অনেক বেড়ে যাবে এবং পুস্তকের যে মানোন্নয়ন ঘটবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

দৈনিক বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ভুলে ভর্তি' বোর্ডের বই' সিরিজটি প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন যে পাঠ্যবই সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা বোর্ড সব সময়ই সাদরে গ্রহণ করে থাকে। বইগুলোর গুণগত মান ও ভুলত্রুটি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত বোর্ডের নির্ভুল ও উন্নতমানের পুস্তক রচনায় অবিরাম ও অব্যাহত প্রচেষ্টায় সহায়ক হবে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, বোর্ড সব সময়ই নির্ভুল ও উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহে বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে তিনি লেখক, সম্পাদক, বোর্ড নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পুস্তক প্রকাশক সমিতি ও ছাপাখানার কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিশেষজ্ঞ কমিটি

বোর্ডের পাঠ্য বইয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ে ভুলত্রুটি সংশোধন ও মানোন্নয়নের জন্যে আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল বিকেলে জাতীয় শিক্ষা ক্রম ও টেকসটবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন তাঁর কক্ষে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নূরুদ্দিন আল মাসুদ, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হক সহ অন্যান্য কর্মকর্তা, বোর্ডের প্রধান সম্পাদক সুফী মোতাহার হোসেনসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কয়েকজন পুস্তক প্রণেতা উপস্থিত ছিলেন।

বোর্ডের বইয়ের বিভিন্ন ভুলত্রুটি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে বোর্ড তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্যে এই জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

তিনি আরো বলেন, বোর্ডের নিজস্ব প্রেস নেই বলে প্রায় দুশো প্রেসে প্রাথমিক শ্রেণীর বই ছাপা হয়। এছাড়া মাধ্যমিক শ্রেণীর বইগুলো ছাপে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্যভুক্ত প্রকাশকগণ এবং সব প্রেসের মান সমান নয় বলেই মুদ্রণজনিত ত্রুটি ঘটে।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বই তিনটির পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বছর থেকে সমাজবিজ্ঞান ও বাংলাদেশ নামে তিনটি পৃথক বই প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও বোর্ডের চেয়ারম্যান তথ্য প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও, তিনি জানান যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যবইটি পুনর্লিখন বা সংকলনের জন্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নির্ভুল পাঠ্যবই প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ডের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বোর্ডে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদকমণ্ডলীতে লোকের অভাব রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে বইয়ের মানোন্নয়ন ও তথ্যগত ভুলত্রুটি এড়িয়ে নির্ভুল বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে লেখক, সম্পাদক, প্রেস ও অভিভাবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে ভাব-বিনিময় করা উচিত।